আমদহ আ. লীগের মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের শোভাযাত্রা

আমদহ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শনিবার বিকেলে আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রদক্ষিণ করেন।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কাজী শহিদুল হক, জেলা আওয়ামী লীগের উপর দপ্তর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা ও আমদহ ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী, জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নূর ইসলাম সুবাদ, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হীরা, মেহেরপুর সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি বাইজিদ, আমদহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান রিন্টু, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বাইজিদ আহমেদ সুইট, আমদহ ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান, আমদহ ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলী, আমদহ ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শাহিন আলম সহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ৩ শতাধিক মোটরসাইকেল সহ কয়েকটি মাইক্রো গাড়ি শোভা যাত্রায় অংশ নেয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের শোভাযাত্রা

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি অনুমোদন দেওয়ায় আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

আনন্দ শোভাযাত্রাতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান ও সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কামাল হোসেন জুয়েল, শোয়েবুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, আমিনুল ইসলাম খোকন, মতিউর রহমান, জুয়েল রানা, শেখ মো: শরিফ রেজা পান্না, রাশেদুল ইসলাম আনন্দ, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, হানিফ খান,জীবন আকবর, রেজাউল করিম, শাহরিয়ার হাসান, রবিউল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন, শেখ সাদিক, রুবেল হোসেন, আশরাফুল ইসলাম।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

ঝিনাইদহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা

আজ ১৯ আগস্ট শুক্রবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার ভগবান রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন।অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে কংসের কারাগারে জন্ম গ্রহন করেন তিনি।

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত।অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহ বিভিন্ন মন্দির ও বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হবার কথা রয়েছে।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে সভাপতি, অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক, সুশান্ত সরকার আমাদের কে জানান প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা র্যালি সম্পন্ন করেছি।

ঝিনাইদহে পদ্মাসেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বর্ণাঢ্য আয়োজন

ঝিনাইদহে যেন উৎসবের আমেজ। চারিদিকে সাজ সাজ রব। ব্যনার ফেস্টুন আর চোখ ধাধানো আলোকসজ্জায় সেজেছে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সন্ধ্য়ায় আতশবাজী ফুটিয়ে জানান দেওয়া হয় পদ্মাসেতুর উদ্বোধনের খবর। মানুষের মুখে মুখে পদ্মাসেতুর জয়গান। আর এভাবেই ঝিনাইদহে পদ্মাসেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

পদ্মাসেতু উদ্বোধন উপলক্ষে ঝিনাইদহে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শনিবার সকালে শহরের প্রেরণা

একাত্তর চত্বর থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

এতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরসহ সামাজিক সংগঠন অংশ নেয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে পুরাতন ডিসি মুক্তমঞ্চে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক কনক কান্তি দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মকবুল হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও দিনভর নানা অনুষ্ঠান মালা, আতশবাজি উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

পদ্মাসেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে গ্রাম থেমে আসে শহিদুল। তিনি সঙ্গে এনেছেন তার ছোট মেয়েকে। ব্যাপারীপাড়ার কমলা বেগন তার ছোট নাতিকে নিয়ে আলোকসজ্জা দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মুখে অস্ফুট হাসি। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি প্রতিকী পদ্মাসেতু দেখতে শহরের পায়রা চত্বরে যান।

এ ভাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ঝিনাইদহ শহরে ছুটে আসেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে। সব শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহনে জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উৎসবে পরিণত হয়।